হ্যান্ডআউট

সিআইজি ও নন-সিআইজি খামারী সমাবেশ

ছাগল পালন সিআইজি

উপদেষ্টা
ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা
পরিচালক
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়
ডা: মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন খান
ট্রেনিং এন্ড কমুনিকেশন স্পেশালিস্ট
পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) ঃ প্রাণিসম্পদ অংগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
www.natpdls.gov.bd

দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন ঃ

- বাংলাদেশে ছাগল পালন লাভজনক, বিশেষ করে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল ।
- এদের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী।
- এ দেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দ্রুত প্রজননশীল। প্রতি বছর এরা দু'বার করে বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে সাধারণত দু'টি করে বাচ্চা দেয়।
- দ্রুত প্রজননশীলতা, উন্নত মাংশ ও চামড়ার জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।
- আমাদের দেশে ছাগল পালনে নানাবিধ সুবিধা রয়েছে। ছাগলের জন্য বড় পশুর মত চারণভূমির প্রয়োজন হয় না। ছাগল খেতের আইল, রাস্তার ধারে বাড়ির আশ-পাশের ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। ছাগলের জন্য গরু-মহিষের মত অধিক খাদ্য, উন্নত বাসস্থান বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না।
- গবাদিপ্রাণির অন্যান্য জাতের তুলনায় ছাগলের রোগবালাইও কম হয়।
- ছাগলের দুধ সহজে হজম হয় এবং যক্ষা রোগের জীবানু মুক্ত। তা ছাড়া হাঁপানি রোগের ঔষধ হিসাবে ছাগলের দুধ বিবেচিত হয়।
- ছোট প্রাণি বলে ছাগলের দাম কম। ফলে অল্প পুঁজিতে অল্প জায়গায় কয়েকটি ছাগল পালন করা যায়।
- স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটি ছাগল পালন করে পড়াশুনার খরচ চালাতে পারে।
- ছাগল পালন করে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক খামারী সহজেই বাড়তি আয় করে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখতে পারেন।

উন্নত জাতের ছাগল নির্বাচন ঃ

- উন্নত জাতের ছাগল এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
  ১. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল
  ২. যমুনাপারী জাতের ছাগল
  ৩. বিটাল জাতের ছাগল

১. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ঃ

- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের প্রধান জাতের ছাগল ।
- এ জাতের ছাগলকে কালো ছাগল বলা হলেও এদের গায়ের রং কালো ছাড়াও বাদামী, সাদা ও সাদা কালো মিশ্রিত হতে দেখা যায়।
- এদের কান সোজা ও খাড়া কিন্তু শিং বাঁকানো থাকে। এরা আকারে তুলনামূলক ছোট হয়।
- এ জাতের ছাগল দ্রুত প্রজননশীল।
- স্ত্রী ছাগল ৯-১০ মাস বয়সে প্রথম প্রজননক্ষম ও ১৪-১৫ মাস বয়সে প্রথম বাচচা প্রসব করে। সাধারণত প্রথম বারে ১টি এবং পরবর্তি প্রজননে ২-৩টি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে।
- এ জাতের ছাগল বছরে দু'বার গর্ভধারণ ও প্রতিবারে ১-২টি বাচ্চা প্রসব করে। তবে কখনও কখনও ৩-৪টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করতে দেখা যায়।
- এ জাতের ছাগী দুধ দেয় খুব কম। এমকি দুই এর অধিক বাচ্চা হলে দুধের ঘাটতি হয়। তবে উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক ছাগী দৈনিক ১-১.৫ লিটার দুধ দেয়। দুধ প্রদান কাল ২-৩ মাস।
- পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ১৫-২০ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ২৫-৩০ কেজি হয়ে থাকে।
- এ জাতের ছাগলের মাংস উন্নত, অত্যন্ত সুস্বাধু ও জনপ্রিয় মাংশ। সাধারণত ২০ কেজি ওজনের খাসী থেকে কমপক্ষে ১১ কেজি মাংশ পাওয়া যায়।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার মান অনেক উন্নত, তাই বিশ্বব্যাপী এর চামড়ার চাহিদাও বেশী।
- ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অত্যাধিক কষ্টসহিষ্ণু।

২. যমুনাপারী জাতের ছাগলঃ

- এ জাতের ছাগলের উৎপত্তি মূলত ভারত। তবে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে এ জাতের ছাগল কিছু কিছু পালন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ জাতের ছাগল রাম ছাগল নামে পরিচিত।
- এদের শারীরিক রং কালো, বাদামী, সাদা বা বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে হয়ে থাকে।
- যমুনাপারী জাতের ছাগলের পা খুব লম্বা এবং কান লম্বা ও ঝুলানো থাকে।
- শরীরের লোম লম্বা হয়। পিছনের পায়ের লোম বেশী লম্বা থাকে।
- এরা আকারে বেশ বড় হয়।
- পূর্ণবয়স্ক একটি পুরুষ ছাগলের ওজন ৭০-৭৫ কেজি এবং পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রী ছাগলের ওজন ৫০-৬০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- তবে এদের চামড়া এবং মাংস তত উন্নত নয়।
- স্ত্রী ছাগল বছরে একটি করে বাচ্চা দেয়।
- এদের দুধ উৎপাদন বেশি। একটি ছাগী প্রতিদিন ২-৩ লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে পারে।
- এ জাতের ছাগল আবদ্ধ অবস্থায় বা খামারে পালনের জন্য উপযোগী।

৩. বিটল জাতের ছাগলঃ

- জাতের ছাগলের উৎপত্তি পাকিস্তান ও ভারতে। বাংলাদেশের অল্প কিছু এলাকায় ও এ জাতের ছাগল পালন করা হয়ে থাকে।
- এরা কালো, সাদা, বাদামী বা কালো ও বাদামীর মধ্যে সাদা ফুটফুটে হয়ে থাকে।
- এদের কান বড় ও ঝুলানো অনেকটা যমুনাপারী ছাগলের মত।
- এদের শিং পিছনের দিকে বাঁকানো থাকে।
- এরা আকারে বেশ বড় হয় এবং পা লম্বা হয়।
- একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছাগলের ওজন ৬০-৭০ কেজি এবং একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগলের ওজন ৪০-৫০ কেজি হয়ে থাকে।
- এদের দুধ উৎপাদন ছাগলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। একটি ছাগী দৈনিক ৪-৫ লিটার দুধ দেয়।

ছাগলের বিভিন্ন পালন পদ্ধতি ঃ

সাধারণত ৪ ধরণের পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা যেতে পারে ঃ

১. অঙ্গিনায় বা মাঠে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে ছাগল পালন (পারিবারিকভাবে ছাগল পালন)।
২. মুক্তভাবে ছাগল পালন।
৩. আধা নিবিড় (সেমি-ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার।
৪. নিবিড় (ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার।

১. অঙ্গিনায় বা মাঠে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে পালন (পারিবারিকভাবে ছাগল পালন)

- পারিবারিকভাবে ছাগল পালনের জন্য ২-৫ টি ছাগল রাখা হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন সহজ ও খরচ নাই বল্লেই চলে।
- সাধারণত এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে বাসস্থানে বাড়তি কোন ঘাস সরবরাহ করা হয় না।
- সে জন্য পৃথক কোন আবাসনের প্রয়োজন হয়না।
- আমাদের দেশে বেশীরভাগ কৃষক এ পদ্ধতিতে ছাগল মাঠে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে ঘাষ খাওয়ান।
- এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করতে বাড়তি কোন লোকবলের প্রয়োজন হয় না।
- তবে মাঠে ছেড়ে ছাগল পালন করলে অনেক ক্ষেত্রে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
- ভাল উৎপাদন এর জন্য এদেরকে দানাদার খাদ্যে সরবরাহ করতে হয়।

২. মুক্তভাবে ছাগল পালন

- এই জাতীয় খামারে সাধারণত ৮-১০ টি ছাগল পালন করা হয়।
- চাষাবাদের অনুপযোগী উচু জমি যেমন পাহাড়, পুকুর পাড়, রাস্তার ধারে, অথবা চর এলাকায় পতিত ভূমিতে এদেরকে দিনে মাঠে চড়িয়ে সন্ধায় বাড়িতে এনে চারিদিকে বেড়া/ঘেরাও দিয়ে রাখা হয়।
- সাধারণত এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে বাসস্থানে বাড়তি কোন ঘাস সরবরাহ করা হয় না।
- তাই এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করতে আলাদা করে ঘাষ চাষের প্রয়োজন হয় না।
- এদেরকে রাতে দানাদার খাদ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগল পালনে কমপক্ষে এক জন লোকের প্রয়োজন।
- চর এলাকায় এ পদ্ধতিতে ছাগল খামার করা লাভজনক।
- চর এলাকায় ছাগল চড়ে-বেড়ানোর জন্য অনেক যায়গা পায়, এখানে রোগবালাই কম, তাই খাদ্য ও রক্ষনাবেক্ষণ খরচও অন্যান্য স্থান থেকে তুলনামূলকভাবে কম হয়।
- বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে চর এলাকা ছাড়া দেশের অধিকাংশ স্থানেই এ পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা প্রায় অসম্ভব।

৩. আধা নিবিড় (সেমি-ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার

- এই জাতীয় খামারে সাধারণত একসাথে ১৫-২০টি বা আরো বেশী সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়।
- মুক্তভাবে ছাগল পালনের মত এ পদ্ধতিতেও দিনের বেলায় ছাগলকে মাঠে চড়ানো হয় এবং রাতে বাড়িতে এনে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়।
- এদেরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করার জন্য সম্পূরক খাদ্য হিসাবে ঘাস ও দানাদার খাদ্য দেয় হয়।
- এ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাগল পালন করা হয় বিধায় ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যথাযথ যত্ন নেয়া সম্ভব হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ হয়।
- বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। তবে এ ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ ও বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে একটু বেশী।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল একত্রে থাকে বিধায় বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগ যেমন- চর্ম রোগ, একথাইমা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বেশী দিতে পারে।

৪. নিবিড় (ইন্টেনসিভ) পদ্ধতিতে ছাগল খামার

- এই জাতীয় খামারে আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন করা হয়, তাই খামারের সেড ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাগল পালন করা হয়।
- এ পদ্ধতিতে ছাগলের সেডে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়
- ঘাস সরবরাহের জন্য খামারে উচ্চ ফলনশীল প্রয়োজনীয় ঘাস চাষ করা হয়।
- এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাগল পালন করা হয় বিধায় ছাগলের পুষ্টি, প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেয়া সম্ভব হয়।
- অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক ছাগল পালন করা যায়। তবে খামারের প্রাথমিক বিনিয়োগ ও উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভঅবে বেশী হয়।
- একসাথে অধিক সংখ্যক ছাগল একত্রে থাকে বিধায় বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগ যেমন- চর্ম রোগ, একথাইমা, ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বেশী দেখা দিতে পারে।
- আমাদের দেশের ছাগল সাধারণত আবদ্ধ আবস্থায় থাকতে পছন্দ করে না তাই ছাগল সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়।

- প্রথমে ছাগলকে দিয়ে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকি সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে।
- এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে।
- তবে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরণের অভ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।

ছাগলের খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

আমাদের দেশের ছাগলকে সাধারণত ছেড়ে পালা হয় এবং এদের খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ ছাগলকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য, পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার পানি সরবরাহ এবং গরু-ভেড়া থেকে পৃথক আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- সাধারণত ১৫-২০ কেজি ওজনের বয়স্ক ছাগলের জন্য দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি সবুজ/কাঁচা ঘাষ খাওয়ানোর প্রয়োজন।
- চারণভূমিতে ঘাসের পরিমান কম হলে ছাগল প্রতি দৈনিক ০.৫-১.০ কেজি কাঁঠাল পাতা, ইপিল ইপিল পাতা, বাবলা পাতা, ইত্যাদি দিতে হবে।
- প্রতিটি ছাগলকে দৈনিক ২৫০-৩০০ গ্রাম মিশ্রিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- ছাগলকে দানাদার খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ চাল, গম, ভূট্টা ভংগা, চালের কুড়া, গমের ভূষি, মাসকলাই/খেসারী কলাই, ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।
- ছাগলকে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ানোর উপকারিতা।
- এক কেজি মিশ্রিত দানাদার খাদ্য প্রস্তুতে বিভিন্ন উপাদনের পরিমান

- গম/ভূট্টা/চাল ভাঙ্গা	৩০০ গ্রাম
- চালের কুড়া	৩০০ গ্রাম
- ডালের ভূষি/গমের ভূষি	২০০ গ্রাম
- খৈল (তিল/সোয়বিন/সরিষা)	১৫০ গ্রাম
- ঝিনুক গুড়া	২০ গ্রাম
- লবণ	৩০ গ্রাম
	মোট = ১০০০ গ্রাম

- উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ছাগলকে ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো প্রয়োজন।
- ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় প্রক্রিয়াজাত করতে বিভিন্ন উপকরণের পরিমান -

- ২-৩ ইঞ্চ করে কাঁটা খড়	১ কেজি
- চিটাগুড়	২২০ গ্রাম
- ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
- পানি	৬০০ মি.লি

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। খড়

ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে অস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে,এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয় ।

এ ভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে ছাগলকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিৎ নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমতে থাকবে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলকে দৈনিক ৫০০-৮০০ গ্রাম পর্যন্ত ইউরিয়া-মোলাসেস প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। তবে ছাগলকে প্রথম অবস্থাতেই উক্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য একাবারে দেয়া যাবে না। প্রাথমিকভাবে দৈনিক অল্প অল্প করে প্রক্রিয়াজাত খড় সরবরাহ করে ৩/৪ দিনের মধ্যে উক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভাস করাতে হবে। এর পর থেকে দৈনিক পূর্ণ মাত্রায় প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে সুবিধা ঃ

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে ছাগল থেকে শুরু করে সকল বয়সের ছাগলকে চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ.এম.এস খাওয়ালেও ছাগলের ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি খড় তৈরী করতে পারেন।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তখন উহার গুণগত মান কমে যাবে।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়ালে অসুবিধা

- ইউ.এম.এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে ছয় মাসের কম বয়সের ছাগলকে ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

প্রাণিকে ইউ.এম.এস খাওয়াতে সাবধনতা অবলম্বন ঃ

- ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় অবশ্যই ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।
- ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না।

ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ঃ

ছাগলের রোগ বালাই কম হলেও ছাগল একটি তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই এদের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ছাগলের বাসস্থান এর বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

ছাগলের বাসস্থান ঃ

- ছাগলের জন্য মাচার ঘর সবসময়েই অধিক উপযোগী।
- ছাগলেরর ঘর শুষ্ক, উচু ও পানি জমে না এরূপ স্থানে নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- ঘরে প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা ও ঘরের মেঝে সবসময়ে শুষ্ক ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি এবং দক্ষিণ দিক খোলা স্থানে ছাগলের ঘর নির্মাণ করতে হবে।
- বাসস্থানের অন্য তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ থাকবে যেখানে কাঁঠাল, ইপিল ইপিল গাছ বা ছাগলকে গাছের পাতা খাওয়ানো যায় এমন ধরণের গাছ লাগাতে হবে।

- একটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য ১.০ থেকে ১.৫ বর্গ মিটার বা ১০ থেকে ১৫ বর্গ ফুট এবং বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ০.৩ থেকে ০.৮ বর্গ মিটার বা ৩ থেকে ৮ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন।
- মাচায় ছাগলের ঘর র্নিমান ঃ
  - ছাগলের ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে।
  - ছাগলের ঘরের মাচার উচ্চতা ১.০০ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট এবং মাচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮ - ২.৪ মিটার বা ৬-৮ ফুট হবে।
  - গোবর ও চনা পড়ার জন্য ছাগলের ঘরের মেঝেতে বাঁশের চটা/কাঠকে ১ সে.মি. ফাকা রাখতে হবে।
  - মাচার নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মাঝ বরাবর উঁচু থাকবে যাতে দুই পার্শে ঢালু রাখা যায়।
  - ঘরের মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে।
  - বৃষ্টিতে ছাগলের ঘর যাতে সরাসরি না ঢোকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
  - শীত কালে রাতের বেলায় মাচার উপরের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে ঠান্ডা না লাগে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

ছাগলের সুস্থতার লক্ষণ

- ছাগল দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবে। কোন ছাগল অসুস্থ হলে সেটি দল থেকে সরে ধীরে ধীরে চলে বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- সুস্থ ছাগল এক মনে খাদ্য গ্রহণ করে।
- সুস্থ ছাগলের মাথা শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে এবং সবসময়ে সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
- ছাগলের নাক ও চোখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, অর্থাৎ এতে কোন ময়লা লেগে থাকবে না।
- সুস্থ ছাগল কোন রকম খুঁড়িয়ে হাটবে না।
- সুস্থ ছাগলের পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ুপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- দুধের বাঁট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মত থাকবে, কোন প্রকার দানা বা শক্ত কিছু থাকবে না।
- ছাগলের কাছে কোন আগন্তক এলে সুস্থ ছাগল সাবলীল ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে তাকাবে এবং কিছুক্ষণ পর পুণরায় খাদ্য গ্রহন শুরু করবে।
- আমাদের দেশে ছাগল মূলত পিপিআর, নিউমোনিয়া ও কৃমিতে বেশী আক্রান্ত হয়। ছাগলের সুস্থতার জন্য সব ছাগলকে বছরে দু'বার (বর্ষার শুরু এবং শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

ছাগলের পিপিআর ঃ

রোগের লক্ষণ ঃ - পিপিআর রোগ হলে ছাগল পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে।
- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যায় এবং পাতলা পায়খানা হয়।

ছাগলের নিউমোনিয়া ঃ

রোগের লক্ষণ ঃ - ছাগলের এ রোগ হলে প্রথমে ঠান্ডা ও পরে জ্বর হবে।
- নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হতে থাকে।
- শরীরের তাপ বেড়ে যাবে এবং ঘন শ্লেষ্মা হওয়ায় শ্বাস ফেলতে কষ্ট হবে।

ছাগলের কৃমি রোগ ঃ

রোগের লক্ষণ ঃ - ছাগলের এ রোগ হলে স্বাস্থ্যহানি হয়।
- শরির দূর্বল ও রক্ত স্বল্পতা দেখা দেবে।

- প্রজনন কম বা বিলম্ব হবে।
- ছাগলের ডায়রিয়া হতে পারে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

- বাড়ন্ত ছাগী ৫-৬ মাস বয়সে প্রথম গরম হয়, এ বয়সে তাকে পাল না দেয়াই ভাল।
- ছাগী গরম হওয়ার লক্ষণ - মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি করা, অন্য ছাগীর উপর উঠা, ইত্যাদি
- প্রজননের সময় কম বয়সের পাঠীকে কম বয়সের পাঠার সাথে পাল দেয়া ঠিক নয়। কেননা এ ধরণের ছাগলকে যদি পাল দেয়া হয় তখন উক্ত ছাগলের বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী হবে।
- ছাগল গরম হওয়ার লক্ষণ ও প্রজননের উপযুক্ত সময় - ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হয়, অর্থ্যাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।
- ছাগী সাধারণত পাল দেওয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে বাচ্চা দেয়।
- ছাগী বাচ্চা দেয়ার ২০-৩০দিনের মধ্যে পুনরায় গরম হয়। এ সময়ে ছাগীকে পাল দেয়া ঠিক হবে না। বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২ মাস পর ছাগীকে পাল দেয়া উত্তম।

নবজাত ছাগলের বাচ্চার পরিচর্যা

- প্রসবের পর পরই নবজাত বাচ্চার মুখমণ্ডল হতে পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ বা ময়লা পরিস্কার রতে হবে।
- পায়ের ক্ষুর ও নাভী কাটার পর সেখানে জীবানু নাশক ঔষধ দিয়ে মুছে দেয়া।
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে, যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিস্কার রাখতে পারে।
- নবজাত ছাগলের বাচ্চাকে দ্রুত (জন্মানোর আধ ঘন্টার মধ্যে) শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- ছাগলের বাচ্চা ঠান্ডায় কাতর, সে জন্য বাচ্চার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ডায়রিয়া বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এজন্য বাচ্চাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় রাখতে হবে।
- বাচ্চার সংখ্যা বেশী হলে এবং ছাগীর দুধ কম থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী থেকে দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চাকে অন্তত ১.৫-২.০ ঘন্টা পর পর মায়ের দুধ খেতে দেয়া প্রয়োজন।
- বাচ্চার বয়স ৬০-৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে।
- ছাগলের বাচ্চাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে, তবে মায়ের সাথেই বাচ্চা ঘাস খেতে শিখে এবং দুই সপ্তাহ থেকেই বাচ্চা অল্প অল্প ঘাস খায়।
- বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমন ঃ দুর্বা বা অন্যান্য কচি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, ধইনচা ইত্যাদি পাতা খাওয়ানো যেতে পারে।
- বাচ্চার ১মাস বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্থ করতে হবে।
- ছাগল ছানা প্রথমে মায়ের সাথেই দানাদার খাবার খেতে অভ্যস্থ হয়।
- যে সব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না, তাদেরকে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খাসি করাতে হবে।

পাঁঠা পালন ব্যবস্থাপনা ঃ

- একটি পাঁঠাকে আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেয়ার জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয়।
- খামার ব্যবস্থাপনায় প্রজননের জন্য দশটি ছাগীর বিপরিতে একটি পাঁঠাই যথেষ্ট।
- পাঁঠাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা না হলে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে, তবে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হলে ওজন ভেদে ঘাসের সাথে দৈনিক ২০০-৫০০ গ্রাম দানাদার খাবার দিতে হবে।
- পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন।
- ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমান দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন। কোন ভাবেই পাঁঠাকে বেশী চর্বি জমতে দেয়া যাবে না।